দৈনিক ইনকিলাব

30 NOV 1988
234

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার হার ও একটি প্রস্তাব

আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪ ভাগ। তন্মধ্যে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নকেও ধরা হয়েছে। এই সামান্যতম অক্ষরজ্ঞানসহ যদি আমাদের শিক্ষার হার ২৪ ভাগ হয় তাহলে বর্তমান বিশ্বের কাছে এটা জাতির জন্য কলঙ্ক বই কিছু নয়। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর সে জন্যই শিক্ষার হারের উপর নির্ভর করে জাতির উন্নতি। শিক্ষার হার যতো বেশী হবে ততই আমরা বিশ্বের কাছে বেশী পরিচিত হতে পারব। এ জন্য একটা ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সহশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা অভিযানসহ বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য আইন প্রবর্তন করা আমাদের জন্য বিশেষভাবে অপরিহার্য। যতো সত্বর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে তত সম্ভব তার ফল পাওয়া যাবে। এই পরিকল্পনা গ্রহণে অবহেলা করা হলে আমরা চলমান বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে থাকব। তাছাড়া আজকে যে শিশুর বয়স চার থেকে ছয় বছর তাকে যদি অক্ষরজ্ঞান না দেয়া হয় তাহলে হয়তো আরো বহু বছর পরেও আমরা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত জাতি হিসাবে পরিগণিত হতে পারব না। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে সাথে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিক্ষার হার বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাপক গণশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সরকারের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

— মোস্তফা খান

বরুড়া কলেজের সমস্যা

কুমিল্লা জেলাধীন বরুড়া শহীদ স্মৃতি কলেজটি দীর্ঘকাল যাবত পুঞ্জিভূত সমস্যায় জর্জরিত।

সরকার এক আদেশ বলে ১৯৮৫ সালে এ কলেজটিকে জাতীয়করণ করেন। তখন থেকে জনগণের একান্ত আশা ছিল, কলেজটির সার্বিক সমস্যার অবসান হবে। কিন্তু অদ্যাবধি হচ্ছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে হবারও কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। উল্লেখ্য যে, এ কলেজটিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষাপোকরণ নেই। যে কয়টি লো ও হাই বেঞ্চ রয়েছে, তা-ও নড়বড়ে এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজে অধ্যয়নরত প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যহ কোন রকমে ক্লাশ চালিয়ে যাচ্ছে। কলেজ বিজ্ঞানাগারে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি না থাকায় বিজ্ঞান বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহারিক ক্লাশ করতে পারছে না। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে দেয়াল নেই। ভাঙ্গা বেড়া ও দরজাবিহীন বিধায় অনায়াসে কুকুর, শিয়াল, গরু ও ছাগলের অবাধ বিচরণ ঘটে। এর ফলে, শ্রেণীকক্ষ সমূহে নোংরা পরিবেশ দেখা যায়। বর্ষাকালে উপরের টিনের চালের ছিদ্রপথে শ্রেণীকক্ষে বৃষ্টির পানি পড়ে।

বেসরকারীভাবে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ ভবনটি নির্মাণের পর অদ্যাবধি মেরামতের ছোঁয়া লাগায়নি। সরকারীকরণের পর পশ্চিম পার্শ্বে নব-নির্মিত ভবনে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছু অংশও ধসে গেছে। নির্মাণ কার্যে কারচুপির ফলে ধসে যাওয়া অংশটি পুনঃসংস্কার হচ্ছে না। অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সম্মুখস্থ ফুলবাগানটির অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। কলেজ ভবনে শ্রেণী কক্ষের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক ছাত্র অবৈধভাবে একটি কক্ষ দখল করে হোস্টেলরূপে ব্যবহার করছে। কলেজটি জরুরী ভিত্তিতে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া একান্তই প্রয়োজন।

— এম জি মাহফুজ